এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

সম্পাদক
**শাহাদত চৌধুরী**

নির্বাহী সম্পাদক
**মোহসিউল আদনান**

প্রধান প্রতিবেদক
**গোলাম মোর্তোজা**

প্রতিবেদক
**জয়ন্ত আচার্য**
**সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু**

সহযোগী প্রতিবেদক
**বদরুল আলম নাবিল**
**আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস**

প্রধান আলোকচিত্রী
**তুহিন হোসেন**

আলোকচিত্রী
**আনোয়ার মজুমদার**

নিয়মিত লেখক
**আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী**
**ফাহিম হুসাইন, হাসান মূর্তাজা**
**নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন**

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
**সুমি খান**

যশোর প্রতিনিধি
**মামুন রহমান**

সিলেট প্রতিনিধি
**নিজামুল হক বিপুল**

কানাডা প্রতিনিধি
**জসিম মল্লিক**

হলিউড প্রতিনিধি
**মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল**

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
**আকবর হায়দার কিরণ**

ওয়াশিংটন প্রতিনিধি
**নাসিম আহমেদ**

যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
**শাহরিয়ার ইকবাল রাজ**

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
**নূরুল কবীর**

শিল্প নির্দেশক
**কনক আদিত্য**

প্রদায়ক আলোকচিত্রী
**এ এল অপূর্ব**

জেনারেল ম্যানেজার
**শামসুল আলম**

**যোগাযোগ**
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
**চট্টগ্রাম অফিস :** ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
**ই-মেইল ঃ** s2000@dbn-bd.net

**দাম ঃ ১৫ টাকা**

**মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড**
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

**www.shaptahik2000.com**

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল। অনেককে চমক লাগিয়ে দিয়েই নির্বাচন-উত্তর আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে দলের সাধারণ সম্পাদক হলেন। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি দলকে গুছিয়ে আন্দোলন উপযোগী করে তোলার কথা ঘোষণা করেন। কার্যত দলীয় সংগঠন মাঠপর্যায়ে এগোয়নি। জোট গঠনেও ব্যর্থ আওয়ামী লীগ। এমন এক পরিস্থিতিতে তিনি চমক ছাড়লেন- আগামী ৩০ এপ্রিলের মধ্যেই জোট সরকারের পতন হবে। বারবারই তিনি একই রেকর্ড বাজিয়ে চলছেন।

তিনি এমন সময় আলটিমেটামের তারিখ ঘোষণা করলেন, যখন দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেশ ঘোলাটে। সাবেক পদত্যাগী প্রেসিডেন্ট বদরুদ্দোজা চৌধুরী দল ঘোষণা করার জন্য রাজপথে নেমেছেন। পদত্যাগ করেছেন বিএনপি সাংসদ মেজর (অবঃ) মান্নান। বাজারে গুঞ্জন আরো ২৫-৩০ জন বিএনপির সাংসদ পদত্যাগ করতে পারেন। ড. কামাল হোসেন আলাদা মঞ্চ গঠনে তৎপর। আন্তর্জাতিকভাবে সরকার বেশ কোণঠাসা। তখন অনেকে হিসাব কষতে বসলেন। আবদুল জলিল ঘোষণা দিলেন এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে তিনি ট্রাম্পকার্ড ছাড়বেন। এ ঘোষণা দিয়ে তিনি হিসাবের অঙ্ক আরো জটিল করে তুললেন।

বাস্তবে দেখা গেলো, আবদুল জলিলের হিসাব ছিল বেশ ফাঁপা। জাতীয় পার্টির এমপিরা আওয়ামী লীগের সঙ্গে পদত্যাগের বদলে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। আমেরিকার রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাসের বক্তব্য জলিলের আলটিমেটামকে আরো অসার করে তুললো। দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে না পড়ার মানসিকতা পুরো আলটিমেটাম এখন হাস্যকর করে তুলেছে।

আবদুল জলিল বললেন, পয়লা মে বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, বিরোধী দলের নেত্রী হিসেবে বক্তব্য রাখবেন। জুনেই হবে মধ্যবর্তী নির্বাচন। তিনি এখন বলছেন, সরকার পতনের জন্য হাতে পর্যাপ্ত সময় আছে। এর মধ্যে গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়ে সরকারের পতন ঘটানো হবে। বাস্তবে জনগণ কিছুই দেখছে না।

প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, ৩০ এপ্রিলের পর আবদুল জলিল কি নতুন ডেডলাইন দেবেন? তার আচরণ দেখে রাখাল বালক ঈশপের গল্পের কথাই পাঠকদের মনে পড়বে।

ডেডলাইন দিয়ে সরকার পতন নয়, বিরোধী দলের প্রয়োজন সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা। দিকনির্দেশনা দেয়া। সরকারের উচিত লুটপাটে মেতে না থেকে, জনগণের উন্নয়নে কাজ করা। সরকার ও বিরোধীদলের সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশ সমৃদ্ধ হতে পারে। এগিয়ে যেতে পারে গণতন্ত্র।

প্রচ্ছদের কার্টুন : **মশিউর রহমান রানা**

ঘরে বসেই পেতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি সংখ্যা

## গ্রাহক হবার নিয়ম

গ্রাহক হার (বার্ষিক ৮০০ টাকা অথবা ষান্মাসিক ৪৫০ টাকা) ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে **'সাপ্তাহিক ২০০০'**-এর অনুকূলে যে কোনো ব্যাংক থেকে পাঠাতে পারেন। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা মানি অর্ডারের মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। **মানি অর্ডার অথবা ডিডি** পাঠানোর ঠিকানা : *সার্কুলেশন ম্যানেজার, সাপ্তাহিক ২০০০*
*৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।*

চেক গৃহীত হয় না। যে কোনো জায়গা থেকে প্রিয়জনকেও উপহার হিসেবে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি আকর্ষণীয় সংখ্যার।

**সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে ফোন (৯৩৪৯৪৫৯) করেও আপনি গ্রাহক হতে পারেন।**